289868 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা

প্রশ্ন

আমি শুনেছি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশে ইলিয়াস নামটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলে: নামটি হলো إلياس (ইলিয়াস)। কেউ বলে: الياس (ইলিয়াস) অথবা لياس (লিয়াস)। আশা করি আপনারা উল্লেখ করবেন যে কে কোন মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। পাশাপাশি আলেমদের নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটিও উল্লেখ করবেন।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

'ইলিয়াস' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ বংশনামার অন্তর্ভুক্ত, যা প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ ও ঐকমত্যপূর্ণ। এ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। বরং মতভেদ রয়েছে 'ইলিয়াস' শব্দের হরকত নিয়ে। এটি কি همزة القطع যোগে إلياس; নাকি همزة الوصل যোগে الياس এ নিয়ে আলেমদের মাঝে দুটি মত রয়েছে। এ পার্থক্যটি একটি গৌণ বিষয়; যেমনটি স্পষ্ট হলো। আর একদম হামযা ছাড়া لياس (লিয়াস) যেমনটি প্রশ্নে উল্লেখিত হয়েছে, সেটি আমাদের জানামতে কেউ উল্লেখ করেননি কিংবা কোনো আলেম এমনটি বলেননি।

বিস্তারিত উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম সন্তানদের মাঝে পিতা-মাতার দিক থেকে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও কুলীন ব্যক্তি; যা বিশিষ্ট আলেম ও সাধারণ আলেমদের কাছে সাব্যস্ত বিষয়।

মুসলিম (২২৭৬) বর্ণনা করেন: ওয়াসেলা ইবনুল আসক্বা' বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর থেকে কিনানাহ গোত্রকে বাছাই করেছেন। কিনানাহ গোত্র থেকে কুরাইশকে বাছাই করেছেন। আবার কুরাইশদের মধ্য থেকে হাশিমকে বাছাই করেছেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করেছেন।"

আদনান পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু আদনান থেকে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম পর্যন্ত বংশের বিবরণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“তনিি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালবি। আব্দুল মুত্তালবিরে নাম— শাইবা। তনিি হাশমিরে ছলে। হাশমিরে নাম— আমর। তনিি আব্দ মানাফরে ছলে। আব্দ মানাফরে নাম— মুগীরাহ। মুগীরাহ কুসাইয়রে ছলে। কুসাইয়রে নাম— যাইদ। কুসাই হলনে কলিাবরে ছলে। কলিাব হলনে ইবনে মুর্‌রা ইবনে কা’ব ইবনে লুআই ইবনে গালবি ইবনে ফহির ইবনে মালকি ইবনুন নদ্‌বর ইবনে কনিানাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে মুদরকিা। মুদরকিার নাম— আমরে। তনিি হলনে ইবনে ইলয়িাস ইবনে মুদ্‌বার ইবনে নযিার ইবনে মা’আদ্‌দ ইবনে আদনান। আদনান হলনে ইসমাঈল ইবনে ইব্‌রাহীমরে (তাদরে দুজনরে উপর এবং আমাদরে নবীর উপর দরূদ ও সালাম) ছলে। এই বংশনামার ব্‌যাপারে সব মানুষ একমত।

কন্‌িতু আদনান থকেে ইসমাঈল পর্‌যন্‌ত পত্তিৃপুরুষরে ব্‌যাপারে আলমেরা মতভদে করছেনে। কউে বলছেনে: এদরে মাঝে আছনে নয়জন। কউে বলছেনে: এদরে মাঝে আছনে সাতজন। কছিু পতিার নাম নয়িে মতভদে রয়ছে। কউে বলনে: তাদরে মাঝে পনরেজন। কউে বলনে: তাদরে মাঝে চল্‌লশি জন। তবে শষেোক্‌ত মতটি দুর্‌বল। আরবদরে একটা দল থকেে এমন বক্‌তব্‌য পাওয়া যায়।

উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলনে: ‘আদনান ও ক্‌বাহত্‌বানরে পরে কারা আছে তাদরে ব্‌যাপারে জানে এমন দাবি করা প্‌রত্‌যকেকে আমরা অনুমানরে উপর নর্‌িভর করতে দখেছে।ি’

উরওয়ার পালতি এতীম আবুল আসওয়াদ বলনে: আবু বকর ইবনে সুলাইমান ইবনে আবী হাসমা ছলিনে কুরাইশরে মাঝে বংশনামা ও কবতিার ব্‌যাপারে বজ্‌িঞ ব্‌যক্‌তদিরে একজন। তাকে বলতে শুনছে:ি ‘মা’আদ্‌দ ইবনে আদনানরে উপরে কে আছে তা আমরা কাউকে জানতে দখেনি;ি হাকে সটো কোন কবরি কবতিায় কংিবা কোন জ্‌ঞানীর জ্‌ঞানে।’

আবু উমর ইবনে আব্‌দলি বার বলনে: ‘এই শাস্‌ত্রে বজ্‌িঞ ব্‌যক্‌তদিরে মতে তনিি হলনে আদনান ইবনে উদাদ ইবনে মুকাওয়মি ইবনে নাহূর ইবনে তাইরাহ ইবনে ইয়া’রাব ইবনে ইয়াশজাব ইবনে নাবতি ইবনে ইসমাইল ইবনে ইব্‌রাহীম আল-খলীল ইবনে আযার (তার নাম তারহে) ইবনে নাহূর ইবনে সারূহ ইবনে রাউ ইবনে ফালখে ইবনে আইবার ইবনে শালখে ইবনে আরফাখশায ইবনে সাম ইবনে নূহ আলাইহসি সালাম ইবনে লামকে ইবনে মাত্‌তুশালাখ ইবনে খানুখ ইবনে ইয়ারদ ইবনে মাহলীল ইবনে ক্‌বাইনান ইবনে ইয়ানশি ইবনে শীস ইবনে আদম, যনিি মানবজাতরি পতিা, আলাইহসি সালাম।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক তার সীরাত গ্‌রন্‌থে এই বংশনামার উপর নর্‌িভর করছেনে। ইবনে ইসহাকরে কছিু সহচর (ছাত্‌র) কছিু নামরে ব্‌যাপারে মতভদে করছেনে।’

ইবনে সা’দ বলনে: আমাদরে মতে আদনান থকেে ইসমাঈল পর্‌যন্‌ত নীরবতা অবলম্‌বন করা উচতি।” [আস-সয়িার: (১/১৪৩-১৪৫)]

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘ত্বাবারানী উত্তম সনদে আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণনা করনে: মা’আদ্দ ইবনে আদনান পর্যন্ত মানুষরে বর্ণতি বংশনামা সঠকি।’[সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (৬/৫২৯)]

ইমাম ইবনে হব্বিান রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বংশ আদনান পর্যন্ত সঠকি। আদনানরে পরে আমার দৃষ্টতিে নর্িভর করার মত সঠকি কছিু নইে। সুতরাং তনিি হলনে:

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালবি (আব্দুল মুত্তালবিরে নাম শাইবা) ইবনে হাশমি (হাশমিরে নাম আমর) ইবনে আব্দ মানাফ (আব্দ মানাফরে নাম মুগীরাহ) ইবনে কুসাই (কুসাইয়রে নাম যাইদ) ইবনে কলিাব (আল-মুহায্যাব) ইবনে মুর্‌রা ইবনে কা’ব ইবনে লুআই ইবনে গালবি ইবনে ফহির ইবনে মালকি ইবনুন নদ্বর (তনিি হলনে কুরাইশ) ইবনে কনিানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরকিা ইবনে ইলয়িাস ইবনে মুদ্বার ইবনে নযিার ইবনে মা’আদ্দ ইবনে আদনান।

এই পর্যন্ত বংশবশিারদদরে মাঝে কোনো মতভদে নইে। আদনান থকেে শুরু করে ইব্রাহীম পর্যন্ত বংশনামার ক্ষত্রেে তারা মতভদে করছে।ে’[সমাপ্ত][আস-সীরাতুন নাবাউইয়্যাহ ওয়া-আখবারুল খুলাফা (১/৩৯)]

ইবনে হাযম রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘তনিি হলনে আবুল কাসমে (কাসমেরে পতিা) মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালবি (তার নাম শাইবাতুল হামদ) ইবনে হাশমি (তার নাম আমর) ইবনে আব্দ মানাফ (তার নাম মুগীরাহ) ইবনে কুসাই (তার নাম যাইদ) ইবনে কলিাব ইবনে মুর্‌রা ইবনে কা’ব ইবনে লুআই ইবনে গালবি ইবনে ফহির ইবনে মালকি ইবনুন নাদ্বর ইবনে কনিানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরকিা ইবনে ইলয়িাস ইবনে মুদ্বার ইবনে নযিার ইবনে মা’আদ্দ ইবনে আদনান।

যে বশিুদ্ধ বংশনামার ব্যাপারে কোনো সংশয় নইে, সটেরি সমাপ্তি এখান।ে’[সমাপ্ত][সীরাত (পৃ. ৪)]

আরো দখেুন: বাইহাকীর ‘দালাইলুন নুবুওয়াত’ (১/১৭৭), আবু সাদ আন-নাইসাপুরীর ‘শারাফুল মুস্তফা’ (২/১২), মাওয়ার্দীর ‘আ’লামুন নুবুওয়াহ’ (পৃ. ২০২), কলিাঈর ‘আল-ইকতফিা’ (১/৮), ইবনু সাইয়্যদিনি নাসরে ‘উয়ুনুল আসার’ (১/২৬) এবং ইবনে কাসীররে ‘আস-সীরাহ আন-নাবাউইয়্যাহ’ (১/২০)।

সুহাইলী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “ইলয়িাস নামটরি ব্যাপারে ইবনুল আন্বারী বলনে: إلياس শব্দরে হামযা বর্ণে কাসরাহ তথা যরে হবে। নবী ইলয়িাস আলাইহসি সালামরে নামরে সদৃশ হবে এই নাম। তনিি এই নামটরি উৎস প্রসঙ্গে বশে কয়কেটি মত উল্লখে করছেনে। তন্মধ্যে রয়ছে: فِعْيَال ওযনে الْأَلَس (আল-আলস) থকেে গঠতি। আল-আলস অর্থ ধোঁকা। কারো মতে: ‘আল-আলস’ অর্থ আকলরে বকিৃতি। তন্মধ্যে আরো রয়ছে: এটি إفعال ওযনে رَجُلٌ أَلْيَسُ থকেে গঠতি। যার অর্থ এমন সাহসী ব্যক্তি পলায়ন করে না।

ইবনুল আন্বারী ছাড়া অন্যরা যা বলছেনে সটেি অধকিতর বশিুদ্ধ মত। সটেি হলো: আল-ইয়াস শব্দটি الرجاء (আশা) অর্থরে বপিরীতে নামকরণ করা হয়ছে।ে এখানে أل (আলফি-লাম) معرفة বা নর্দিষ্টি করার জন্য। এখানে থাকা হামযাটি همزة الوصل কাসমে ইবনে সাবতি দালাইল গ্রন্থে এমনটি বলছেনে।”[আর-রাওদুল উনুফ (১/৫৭) গ্রন্থ থকেে সংক্ষপেে সমাপ্ত]

ক্বাসত্বাল্লানী ‘আল-মাওয়াহবিুল লাদুনয়িযাহ’ গ্রন্থে (১/৬১) বলনে:

‘ইবনুল আনবারীর মতে: إلياس শব্দটি হামযায় কাসরা তথা যরে দয়িে। আর কাসমে ইবনে সাবতিরে মতে الياس শব্দরে হামযায় ফাতহা তথা যবর দয়িে الرجاء (আশা) শব্দরে বপিরীত শব্দ। এখানে লামটি لام التعريف তথা নর্দিষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত। আর হামযাটি همزة الوصل[সমাপ্ত]

যারক্বানী শারহুল মাওয়াহবি গ্রন্থে (১/১৪৭) বলনে: ‘ইলয়িাস শব্দটরি শুরুতে যরে। প্রসদ্ধি মতানুযায়ী ‘ইলয়িাস’ তার নাম। সীরাতে মুগলত্বাঈ গ্রন্থে আছে: তার নাম হাবীব। খামীস গ্রন্থে আছে: তার নাম ইলয়িাস রাখার কারণ হলো তার বাবা বৃদ্ধ হলওে সন্তান হয়নি। তনিি যখন বয়োবৃদ্ধ এবং হতাশ তখন এই সন্তান জন্ম নয়ে। তাই তার নাম রাখা হয় ইলয়িাস। তার উপনাম আবু আমর।’[সমাপ্ত]

সারকথা হলো:

‘ইলয়িাস’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে ঐ বংশনামার অন্তর্ভুক্ত, যা প্রমাণতি হওয়ার বষিয়টি প্রসদ্ধি ও ঐকমত্যপূর্ণ। এ নয়িে কোনো মতভদে নইে। বরং মতভদে রয়ছেে ‘ইলয়িাস’ শব্দরে হরকত নয়িে। এটি কি همزة القطع যোগে إلياس নাকি همزة الوصل যোগে الياس এ নয়িে আলমেদরে মাঝে দুটি মত রয়ছে।ে এ পার্থক্যটি একটি গৌণ বষিয় যমেনটি স্পষ্ট হলো। আর একদম হামযা ছাড়া لياس (লয়িাস) যমেনটি প্রশ্নে উল্লখিতি হয়ছে,ে সটেি আমাদরে জানামতে কউে উল্লখে করনেনি কংিবা কোনো আলমে এমনটি বলনেনি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।